অনলাইন অনুষ্ঠানে কাটছে লকডাউন

শ্রেয়সী ঘোষ : অসমের করিমগঞ্জের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্চ 'উত্তরসূরি'র তরফ থেকে 'বাংলা চলচিত্রের স্বর্ণযুগ' নিয়ে ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে গত রবিবার ১৬ মে রাত ৮টায় সম্প্রচারিত হল ছায়াদেবীর জীবন ও চলচিত্র কীর্তি। উপস্থাপক ছিলেন বাংলা চলচিত্রের বিশিষ্ট

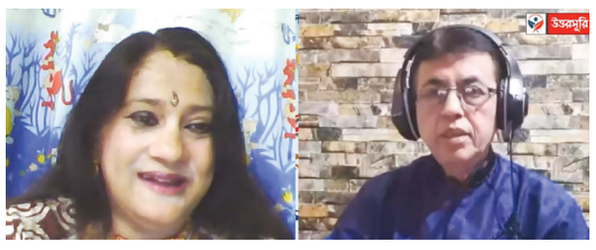

গবেষক, অধ্যাপক ও অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। টানা একঘন্টার এই অনুষ্ঠানে তিনি তুলে ধরলেন ছায়া দেবীর বাল্যজীবন, চলচিত্র জগতে প্রবেশ, নানান ধরনের চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের দাপট, সঙ্গীতে অনুশীলন, হিন্দির ছবির জগতেও তাঁর অবস্থান প্রভৃতি বহুমুখী বিষয়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় সঞ্চালনা করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রাজ্যশ্রী মুখোপাধ্যায়। এই আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে ছায়া দেবীর সঙ্গে উপস্থাপকের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ছায়া দেবী অভিনীত কয়েকটি ছবির গানও পরিবেশন করেছেন। শেষ গানটি ছিল পর্দায় ছায়া দেবীর নিজের গাওয়া গানটি 'আমি ছল করে জল আনতে যমুনাতে যাই ('হারমোনিয়াম' ছবির)। অনুষ্ঠান চলাকালীন দর্শকদের অনেকের মন্তব্য প্রমাণ করেছে যে, এমন ধরনের অনুষ্ঠানের চাহিদা আছেই। প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবার 'উত্তরসূরি'র এই 'বাংলা চলচিত্রের স্বর্ণযুগ' নিয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। এমন উপভোগ্য অনুষ্ঠানের সুবাদে পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলির জন্য দর্শকদের আগ্রহ থাকবেই, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গত রবিবার ১৬ মে সকাল ১০টায় 'বেঙ্গল মুভিওয়ালা নিউজ'এর ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচারিত হল 'সিনেমার অন্তরালে' শীষক অনুষ্ঠানটি। এ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ১৪ মে সকাল ১০টায়। সিনেমার শুটিং চলাকালীন কোনও কোনও মজার ঘটনাকে তুলে ধরা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানে। উপস্থাপক বিশিষ্ট চলচিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। প্রথম দিনটিতে উপস্থাপক তুলে ধরলেন 'অন্তরাল' ছবির শুটিং এর একদিনের কথা। ঘটনাটি ছায়া দেবীকে নিয়ে। দ্বিতীয় দিনটিতে তিনি তুলে ধরলেন কলকাতায় নির্মিত হিন্দি 'মমতা' ছবির শুটিং এর একদিনের কথা। সেই ঘটনা সুচিত্রা সেনকে নিয়ে। মহামারির আতঙ্কের মধ্যেও এমন মজার উপভোগ্য ঘটনা খানিকটা রিলিফের মত। সেই কারণে এ অনুষ্ঠান ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে আশা করা যায়। প্রতি রবিবার সকাল ১০টায় পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি সম্প্রচারিত হবে। ইউটিউব চ্যানেলটির নাম 'বেঙ্গল মুভিওয়ালা নিউজ'।

এবার সবজি-মাছ বিক্রেতাদের কোভিড টিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা প্রতিদিনের পরিবর্তে এবার প্রতি সপ্তাহের একদিন করে সাধারণ কলকাতাবাসীকে কোভিড নাইন্টিন ভ্যাকসিন 'কোভিশিল্ড' টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯ মে সাংবাদিকদের এ কথা জানান, কলকাতা পুরসংস্থার বিদায়ী উপ-মহানাগরিক ও পুর স্বাস্থ্য দফতরের প্রশাসক অতীন ঘোষ। কেন্দ্রের নয়া টিকা নীতিতে ২১ মে থেকে কলকাতার চিহ্নিত ৯৬ টি কেন্দ্র থেকে প্রতি সপ্তাহের সোমবার কেবলমাত্র সাধারণ নাগরিকদের কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার প্রথম ডোজ পাবেন ১৮ বছরের উর্ধ্বের সব্জি - মাছমাংস - ফলফলাদি বিক্রেতা, দোকানদার ও কর্মীরা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা, হকার, পরিবহন কর্মী (আপনাদের নিজ নিজ লাইসেন্সটা নিয়ে আসবেন) এমন সুপার স্প্রেডাররা ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রথম ডোজ দেওয়া হবে। টিকা নিতে আসার সময় মনে করে সঙ্গে করে আধার বা ভোটার বা লাইসেন্সটি নিয়ে আসবেন। কোভিশিল্ডের প্রথম ডোজ নেওয়ার ১২ - ১৬ সপ্তাহের মধ্যে কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া যাবে। অতীনবাবু বলেন, এখন টিকা কেন্দ্রে নিত্য দু - তিনজনের বেশি আসছেন না। তাই ৪৫ বছরের উর্ধ্বের কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় ডোজ কেবলমাত্র সোমবার

ও সুপার স্প্রেডারদের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার দেওয়া হবে। অন্যদিকে, ৪৪ টি সেন্টার থেকে যেমন দৈনিক ২৮ দিন পরে 'কো-ভ্যাকসিন' কোভিড টিকা দেওয়া হচ্ছে সেটা তেমনই চলবে। আর মঙ্গলবার ও বুধবার পোলিও থেকে শুরু করে শিশু ও বাচ্চাদের অন্য যে সমস্ত টিকা পুরসংস্থা থেকে দেওয়া হয় সেগুলি নির্দিষ্ট দিনেই চলবে। অটো ও রিকশাচালকদের মতো হকারদেরও টিকা নিতে পরিচয়পত্র সংগ্রহের জন্য স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করতে হবে। পরিচয়পত্র নিয়ে কোভিড টিকা কেন্দ্রে এলে টিকা পাবেন।

এদিকে এদিন রাজ্যের মুখ্যসচিব কলকাতা পুরসংস্থার প্রাক্তন মহাধ্যক্ষ আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার 'কোভিড ম্যানেজমেন্ট টাস্ক ফোর্সে'র চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। এতোদিন এই টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ছিলেন কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। এখন পুরসংস্থার ৮৩৩৫৯ ৯৯০০০ মোবাইল নম্বরে হোয়াটস অ্যাপ পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে পুর স্বাস্থ্য দফতর দ্বিতীয় ডোজের কোভিড টিকাকরণের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও স্থান জানিয়ে দিচ্ছে।

৫১ বছর পর রাজ্যে বিধান পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে ৫১ বছর পর রাজ্য আইনসভার উচ্চকক্ষ বিধান পরিষদ গড়ার উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। উল্লেখ্য, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা-অন্ধপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উওরপ্রদেশ ও বিহার দেশের এই ছ'টি রাজ্যে রাজ্য আইনসভার উচ্চকক্ষ বিধান পরিষদ রয়েছে। এবার সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গকে আনতে মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালের পর বিধানসভায় নতুন বিল আনতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর। বিধান পরিষদে মনোনীত সদস্যদের তিনটি টার্মে ছ'বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বিধান পরিষদ গঠিত হয়। যারা রাজ্যের কার্যকারিতা গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এদিকে ১৭ মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো এ রাজ্যে ৫১ বছর পর রাজ্য আইনসভার উচ্চকক্ষ বিধান পরিষদ গঠনের প্রস্তাব রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিল।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সংবিধানের ১৬৮(১) নং ধারা অনুযায়ী ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের একটি করে আইনসভা রয়েছে। রাজ্য-

আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট কিংবা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হতে পারে। যেসব রাজ্যের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট, তার উচ্চকক্ষের নাম বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং নিম্নকক্ষের নাম বিধানসভা (Legislative Assembly)। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট রাজ্য-আইনসভা বিধানমণ্ডলী' নামে পরিচিত। বর্তমানে ভারতের ২৮টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা-অন্ধপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উওরপ্রদেশ ও বিহারের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। এই ছ'টি রাজ্য ছাড়া অন্য সব রাজ্যের আইনসভা হল এককক্ষবিশিষ্ট। পঞ্জাব, তামিলনাড়ু অন্ধপ্রদেশ ও এ পশ্চিমবঙ্গেও একসময় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ছিল। বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যগুলির দ্বিতীয় কক্ষের বিলোপসাধন হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী প্রথমে অন্ধপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা এবং ২০১০ সালে তামিলনাড়ুতে বিধান পরিষদকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ফলে বর্তমানে এই দু'টি রাজ্যের আইনসভা হল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯ সালে রাজ্য আইনসভার উচ্চকক্ষের অবলুপ্তি ঘটে।

করোনা আক্রান্তদের খাবার সচেতনতা কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক মাত্রায় বেড়ে চলায় রবিবার থেকে রাজ্যে লকডাউন শুরু হয়েছে। আর এই কঠিন সময়ে করোনা আক্রান্ত রোগী ও তাঁর পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ালো জয়নগর মজিলপুর টাউন কোভিড সচেতনতা কমিটির সদস্যরা। পুরসভার প্রশাসনিক চেয়ারম্যান, সদস্য, জয়নগর থানার আই সি সহ সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া

এই বিশেষ কমিটি রবিবার থেকে এক নতুন ধরনের উদ্যোগ নিল। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ১৪ টি ওয়ার্ডের করোনা আক্রান্ত রোগী ও তাঁর পরিবারের হাতে রান্না করা খাবার তুলে দিল। করোনা আক্রান্ত পরিবারদের ১৪ দিন দুবেলা রান্না করা খাবার পরিবেশন করবে এই টাউন কোভিড সচেতনতা কমিটি। উল্লেখ্য, জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকায় রবিবার বিকাল অবধি নথিভুক্ত করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১১৭ জন। এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান ও কোভিড সচেতনতা কমিটির আহ্বায়ক সুজিত সরখেল বলেন, রবিবার প্রথম দিন দুপুরে ভাত, ডাল, সবজি,আলু ভাজা, ডিম ও মাংসের মেনু ছিল। রাতে ডিম, ভাত সবজি থাকবে। এদিন পুর এলাকার ১২ টি পরিবারের ৩৯ জনকে এই রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হলো। প্রতিদিনই ডিম, মাছ, মাংস ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে এই করোনা আক্রান্তের পরিবারদের।এছাড়া এই সব মানুষদের যেকোনো দরকারে টাউন কোভিড সচেতনতা কমিটির সদস্যরা আছে। এই কমিটির সদস্য তথা জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা বলেন, এই কঠিন সময়ে করোনা আক্রান্ত মানুষের পাশে থেকে আমরা সব ধরনের সহায়তা করতে পথে নেমে পড়েছি।আগামী দিনে জয়নগর মজিলপুরের পাশাপাশি জয়নগর থানা ও জয়নগর ১ নং ব্লক কোভিড সচেতনতা কমিটি গঠন করে বৃহওর জয়নগর থানা এলাকার করোনা আক্রান্ত মানুষের পাশে থেকে আমরা আরো কাজ করতে চাই। জয়নগর মজিলপুরে এই কঠিন সময়ে এই ধরনের কাজ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

কমিউনিটি আইসোলেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঠাকুর পুকুরের বিশিষ্ট সমাজকর্মী দিলীপ ব্যানার্জী কাভিদ-১৯ এর প্রতিকূলতার মধ্যেই একখানা কমিউনিটি আইসোলেসন সেন্টার চালু করে ফেললেন নিজের পাড়ায়।

১০ টি বেড দিয়ে শুরু। ১৬-

০৫-২০২১, রবিবার থেকে রোগী ভর্তি শুরু হল। যতদিন প্রয়োজন, এই পরিষেবা চালু থাকবে। দোতলায় মহিলা, ও এক তলায় পুরুষরা থাকবেন। মোট ১৮ টি বেড থাকবে।

অক্সিজেন, চিকিৎসক ভিজিট, টেলি মেডিসিন সহায়তা, ওষুধ, খাবার, সব ব্যবস্থাই থাকবে এখানে। ৩ টি সিফ্টে, ২৪ ঘন্টা পরিষেবা চালু থাকবে। এজন্য রোগীর বা পরিবারের কোনো খরচ হবে না।

সরকারি প্রশাসনিক সহায়তা আছে, আর্থিক অনুদানের আবেদন করা হয়নি সরকারের কাছে।

আর্থিক ব্যয়ভার মেটানো হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা দান থেকে। মানুষ সহযোগিতায় এগিয়ে আসছেন।

সেন্টারটি পরিচালনা করছেন কোয়ারেন্টাইন স্টুডেন্টস এন্ড ইয়োথ নেটওয়ার্ক(QYSN)।

আয়োজনে- তালতলা স্পোর্টিং এসোসিয়েশন।

একটা আনুষ্ঠানিক কিন্তু অনাড়ম্বর উদ্বোধনও হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শ্রীমতি রত্না চ্যাটার্জি, সদস্যা, বেহালা(পূর্ব) বিধান সভা, এবং শ্রী শুভাশীষ চক্রবর্তী, সাংসদ, রাজ্যসভা এসেছিলেন। আর এসেছিলেন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, হরিদেবপুর থানা, কে,এম,সি, ১৬ নং বরোর কোঅর্ডিনেটরগন প্রমুখ।

সুভাষ বিভূষণ পুরস্কারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত স্কাউট ও গাইড, বসিরহাট লোকাল অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে গঠিত নেতাজী সুভাষ আই. এন. এ ইনফরমেশন সেন্টার, কলকাতা এবার থেকে

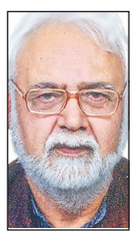

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বিষয়ক গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা ব্যক্তিদের সুভাষ বিভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই পুরস্কারটি প্রথম পেতে চলেছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ 'প্রফেসর কপিল কুমার'। মধ্যমগ্রাম, কলকাতায় অবস্থিত 'নেতাজী সুভাষ আই. এন. এ ইনফরমেশন সেন্টারের' সাম্মানিক সঞ্চালক, বোধিসত্ব তরফদার জানিয়েছেন যে প্রফেসর কপিল কুমার বর্তমানে 'নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ও আই. এন. এ জাদুঘর' সহ দিল্লির লালকেল্লায় অবস্থিত আরও তিনটি জাদুঘরের মুখ্য ইতিহাসবিদ ও কিউরেটর। নেতাজী ও ভারতীয় স্বাধীনতা অন্দোলন বিষয়ক গবেষণায় প্রফেসর কপিল কুমার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

কোভিড ফার্স্ট এড কেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'কোভিড ফার্স্ট এড কেয়ার অ্যান্ড ক্লাউড কিচেন'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সবুজ সংঘে। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চাটার্জি, উদ্যমী বাংলার পরিচালক, প্রাক্তন যুব আধিকারিক এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন স্বেচ্ছাসেবক রঘুমণি চাটার্জী।

'মুক্তি'র সহযোগিতায় এবং 'উদ্যমী বাংলা'র উদ্যোগে এখানে করোনায় আক্রান্তদের জন্য বিনামূল্যে অক্সিজেন, ওষুধ, মাস্ক, চিকিৎসা এবং বাড়িতে তৈরি, পুষ্টিকর খাদ্য পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এই ইউনিটটি আজ

থেকে চালু হয়েছে, পরিচালনায়- সবুজ সংঘ, একচালা, এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল রিহ্যাবিলিটেশন।তিনটি বেড, দুটি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, ঔষধ, সেনিটাইজার এবং কোভিড রোগীদের রান্না খাবার দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই ক্লাবে।শারীরিক দূরত্ব বিধি ও কোভিড বিধি মেনে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধনে মাননীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী মহাশয় উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন।

করোনা আক্রান্তদের বিনামূল্যে অটোয় করে পৌঁছে দিচ্ছেন অর্পণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়:করোনার দ্বিতীয় ধাক্কায় এখন বেসামাল সারা দেশ। সব রাজ্যে চলছে লকডাউন। প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা। সরকারি পরিষেবা প্রয়োজনের তুলনায় কম। করোনা রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পরিবারদের। আর এরই মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের কালো বাজারি চলছে। আর তাঁরই মধ্যে করোনা সংক্রামিত রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে এক অটো চালক। নিজের উপার্জনের একমাত্র সম্বল অটোকেই করোনা রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহার করছেন এক যুবক। জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিত্তি পাড়ার বাসিন্দা ওই যুবক পেশায় অটো চালক। অর্পণ মন্ডল নামে ওই যুবক সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই অটো অ্যাম্বুলেন্সের পরিষেবার বার্তা ছড়িয়ে দিতেই তাঁর নাম ও ফোন নম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অর্পণ এই সময় উপার্জন ভুলেই করোনা রোগীদের স্বার্থেই জয়নগরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছে দিনরাত। অটোর সামনে লাগিয়ে দিয়েছে করোনা রোগীদের জন্য বিনামূল্যে সেই পরিষেবার বার্তা। সেই সাথে মুখে মাস্ক পরা কিংবা

স্যানিটাইজার ব্যবহার করার মতন করোনা সতর্কতার বার্তা ও লাগিয়ে রেখেছে। অটোতে মজুদ রাখা আছে স্যানিটাইজার ও মাস্ক। যখনই কোন অসহায় মানুষের ফোন আসছে তক্ষণাৎ অটো নিয়ে সেখানে পিপিইকিট পরে পৌঁছে যাচ্ছে অর্পণ। তারপর সেখান থেকে নির্দিষ্ট হাসপাতালে করোনা রোগীকে পৌঁছে দিচ্ছেন। তাঁর এই কাজে খুশি এলাকার মানুষ। বারুইপুর হাইস্কুলের শিক্ষক স্থানীয় বাসিন্দা চিওরঞ্জন নস্কর বলেন, সমাজে এই ধরনের কিছু মানুষ আছে বলেই আমরা আজ ও বেঁচে আছি। ওর এই কাজকে সাধুবাদ জানাই। ভগবান ওর ভালো করুক। স্থানীয় বাসিন্দা তথা জয়নগরের বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস বলেন, করোনার এই কঠিন সময়ে অর্পণ নামে একটি যুবক যে ভাবে নিজের জীবনকে বাজি রেখে নিজের অটো নিয়ে করোনা রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করার কাজ করে চলেছে তা এক কথায় সাধুবাদ যোগ্য। ওর মতন আমাদেরকে ও করোনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে। আর এই করোনা যোদ্ধা অটো অ্যাম্বুলেন্স চালক অর্পণ মন্ডল বললেন, এই সময়ে মানুষ খুব বিপদের মধ্যে দিয়ে চলছে। চারিদিকে হাহাকার চলছে। ঘরে ঘরে আক্রান্তের সংখ্যা ও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই সময়ে এক শ্রেণীর অ্যাম্বুলেন্স চালক অনেক বেশি করে টাকা লুটে নিচ্ছে করোনা আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের কাছ থেকে। তাই আমি এই সময়ে বসে থাকতে না পেরে করোনা আক্রান্ত গরীব মানুষদের আমার অটোয় করে বিনা ভাড়ায় হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছি। মানুষ হিসাবে এই কঠিন সময়ে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি মাত্র। এই সময়ে ওর মতন আরো মানুষ এইভাবে এগিয়ে আসুক।

অসহায় মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন প্রতিবন্ধী যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ : করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ে জর্জরিত সমগ্র দেশ তথা সাধারণ মানুষ। চলছে লকডাউন। সমস্ত যানবাহন সহ লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ। লকডাউনের জন্য বিপাকে পড়েছেন অসহায় ফুটপাথবাসী সাধারণ মানুষ থেকে অসংখ্য ভিক্ষুকরা। কারণ ট্রেন সহ অন্যান্য যানবাহন সচল থাকলে তাঁরা ভিক্ষা বৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বর্তমানে লকডাউনের জেরে সমস্ত কিছু বন্ধ হওয়ায় তাঁরা অনাহারে, কখনও বা অর্ধাহারে দিন যাপন করছেন। এমত অবস্থায় অসহায় মানুষের কথা ভেবে এগিয়ে এসেছে মঠের দিঘী পল্লী সেবাসদন নামে জীবনতলা থানা এলাকার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার অন্যতম সদস্য দৈহিক ভাবে প্রতিবন্ধী খোকন মন্ডলের উদ্যোগে শুরু হয়েছে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে রান্না করা খাবার দেওয়ার প্রক্রিয়া। প্রতিবন্ধী যুবকের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে সাধারণ মানুষজন। বুধবার দুপুরে ক্যানিং ষ্টেশন, তালদি ষ্টেশন ও মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রায়

৪০ জন অসহায়ের হাতে রান্না করা খাবার তুলে দিয়েছেন খোকন।

এমন উদ্যোগ প্রসঙ্গে খোকন জানিয়েছে বিগত দিনে লকডাউন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বর্তমানে আবার লকডাউন শুরু হওয়ায় অসহায় মানুষজন মহাবিপাকে পড়েছেন। তাঁদের কথা চিন্তা করে বাড়িতে বসে না থেকে তাদের কে আবার সহযোগিতা করার মাঠে নেমে কাজ শুরু করেছি। যতদিন লকডাউন চলবে ততদিন যাব আমরা ৪০ জন অসহায় মানুষের হাতে রান্না করা খাবার তুলে দেবো।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com

৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আজ থেকে চালু হলো আলিপুর বার্তার **নতুন নিউজ পোর্টাল** দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৭ জ্যৈষ্ঠ – ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ ঃ ২২ মে – ২৮ মে, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 30, 22 MAY - 28 MAY, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দুই টিকার ডোজের মধ্যে ব্যবধান বাড়াল কেন্দ্র। আগের

সময়সীমা বাতিল করে করা হল ১২ সপ্তাহ বা ৮৪ দিন। বিরোধীরা একে টিকার অভাব বলে কটাক্ষ করলেও বৈজ্ঞানিক মহল জানিয়েছে এটাই সঠিক ব্যবধান।

রবিবার : করোনা বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে সরাসরি লকডাউনের পথে

না গিয়ে সময়সীমার কড়া বিধি চালু করল রাজ্য সরকার। আপাতত চলবে একপক্ষকাল। বিভিন্ন জিনিসের দোকান বাজারের জন্য বরাদ্দ হল বিভিন্ন সময়।

সোমবার : করোনা প্রাথমিক গুরুত্বের তালিকায় থাকলেও

শীতলকুচির গুলি চালানোর তদন্তে সিআইডি নিযুক্ত করেছে নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার। কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলবেন।

মঙ্গলবার : নারদ ঘুষ কান্ডের তদন্তে ভোরবেলায় চার অভিযুক্ত সুব্রত মুখার্জী, ফিরহাদ হাকিম, মদন

মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করল সিবিআই। এর অব্যবহিত পরেই নিজাম প্যালেসে ছুটে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। হামলা চালাল তৃণমূলবাহিনী।

বুধবার: কেরল কর্নাটককে বিধ্বস্ত করে রাত আটটায় গুজরাত উপকূলে ১৮৫ কিলোমিটার বেগে

আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় তাওতে। রাত ১২টা পর্যন্ত তাণ্ডব চালাল গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও দিউতে। গুজরাতে মৃত ১৩, মহারাষ্ট্রে ৮। সমুদ্রে নিখোঁজ বহু। মৃত্যু আরও বাড়ছে।

বৃহস্পতিবার : কাঁচা পাটের অভাব ও রাজ্য সরকারের কাছে বস্তা বিক্রি বাবদ টাকা করোনা পরিস্থিতিতে

আটকে যাওয়ায় বন্ধ হচ্ছে একের পর এক জুটমিল। গত তিনমাসে রাজ্যে বন্ধ হয়েছে ১৫টি চটকল, কাজ হারিয়েছেন ৫২ হাজার কর্মী। আরও কিছু চটকল বন্ধের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

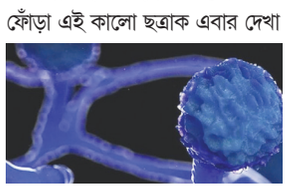

শুক্রবার : চোখ রাঙাচ্ছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। করোনা গোদের উপর বিষ ফোঁড়া এই কালো ছত্রাক এবার দেখা

দিল রাজ্যেও। ঢুকে গেল মহামারি আইনের আওতায়। ওষুধ আবিষ্কারে লড়ে যাচ্ছে ওষুধ সংস্থাগুলি। আরও চারটি সংস্থাকে গবেষণার ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র। সেদিকেই তাকিয়ে মানুষ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কালো–সাদা খোপের খেলায় হারবে কে?

ওঁকার মিত্র : বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে কালো–সাদা ৬৪ খোপের খেলা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শতরঞ্জে প্রথম আড়াই চালে শীতলকুচির ঘোড়াটাকে এগিয়ে দিয়েছিল সিআইডি। ডেকে পাঠানো হয়েছিল সিআইএসএফের জওয়ানদের। যাদের মাথায় চাপানো হয়েছে ১০ এপ্রিল গুলি চালিয়ে চার জনকে হত্যার অভিযোগ। জওয়ানরা হাজিরা এড়িয়ে গেলেও প্রশ্ন উঠেছে একটি সরকারি তদন্তকারি সংস্থার অন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে এভাবে ডাকা কী যুক্তিযুক্ত? এই চালে আসলে কাকে কাঠগড়ায় তুলতে চায় সিআইডি?

এসব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি কিন্তু খোপের খেলা জমে উঠেছে শীতলকুচির পাল্টা চালে। আইনের মার–প্যাঁচে রাজ্যপালের থেকে অনুমতি আদায় করে পাঁচবছর ধরে শান দেওয়া নারদ গজটিকে দিয়ে কোনাকুনি চালে সিবিআই বিদ্ধ করেছে মন্ত্রী সহ আরও দুজন মহারথিকে। মহামারি ও জনরোষের বোড়ে দিয়ে পথ আটকাবার চেষ্টা ধোপে টেঁকেনি, বরং পাল্টা ধাক্কায় তারাও এখন ধরাশায়ী। শেষবেলাতেও আদালত থেকে মেলেনি জামিন। বরং গৃহবন্দী অবস্থা মহারথীদের। যদিও আগামী সোমবার পাঁচ বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চে এই চারজন মহারথীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। এখনও সিবিআই–এর হাতে রয়েছে সারদা, বোমা বিস্ফোরণ ও কয়লা–গরু পাচারের বেশ কয়েকটা ঘুটি জীবিত রয়েছে।

ফলে আগামী দিনে শতরঞ্জের নানা চালে রাজ্যের রাজনীতিতে আরও ঝড় অপেক্ষা করছে তাতে সন্দেহ নেই।

তবে বসে নেই সিআইডিও। গত বৃহস্পতিবার আরও এক চালে তলব করেছে প্রাক্তন তৃণমূলী বর্তমানে পদ্মধারী অর্জুন সিংকে। অর্জুন বাড়ি না থাকলেও তলবের নোটিশ ঝুলেছে তার গেটে। এর দ্বারা অবশ্য মহামারির মধ্যে সিবিআই–এর বিরুদ্ধে অস্থিরতা তৈরির যে অভিযোগ লাগিয়েছিলেন শাসক দলের নেতা–কর্মীরা সিআইডি তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে মহামারি পরিস্থিতি তদন্তে বাধা হতে পারে না। শতরঞ্জির এপারে ওপারে বসে খোপের খেলায় মেতে উঠেছে দুই সরকারি তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি আর সিবিআই।

এই দুই পক্ষকে মদত দেওয়ার অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ খেলা জমে উঠবে ঠিকই কিন্তু শতরঞ্জির তলায় যে অপরাধগুলো চাপা পড়ে আছে সেগুলো হারিয়ে যাবে না তো? বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতীয় গণতন্ত্রে বিচারব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো যাতে এই প্রশ্নের উত্তর চটজলদি দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের আশঙ্কা বিচার সমাপ্ত হওয়ার পর যখন এইসব অপরাধের উত্তর মিলবে তখন হয়তো তার আর কোনও গুরুত্ব বা প্রাসঙ্গিকতাই থাকবে না।

কিন্তু এইসব তদন্তের দিকেই তো তাকিয়ে রয়েছে সারদার গ্রাহকরা। কবে অপরাধী চিহ্নিত হয়ে তাদের রক্ত জল করা সঞ্চয় ফিরবে! কবে বিচার ব্যবস্থা বলে দেবে আসলে যাদের সুরে সুর মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা আদৌ ঘুষখোর কিনা! পাচারের সঙ্গে যুক্ত কারা, কাদের কাছে জমা হয়ে আছে পাপের কড়ি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা ভারতবর্ষে বহু অপরাধ রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে কিন্তু তারাই ফের শতরঞ্জ কি খেল–এর বড় বড় খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। আসলে এই ৬৪ খোপের খেলায় আসল হেরো সুবিচার চাওয়া মানুষ। তাদের রাম রাজত্বের তৃষ্ণা কখনই মেটে না। তাই তো শতরঞ্জ কি খেল–এর জনপ্রিয়তা আজও কমে নি।

নারদ গারদের অন্তরালে কোনও নাটক নয়তো?

পার্থসারথি গুহ : কোভিড নিয়ে ব্যতিব্যস্ত মহানগরে সোমবারীয় নারদ চিত্র অনেক কিছু এলেমেলো করে দিয়েছে। বর্ষীয়ান মন্ত্রী থেকে তাব। কেউকেটাদের এভাবে পুরনো একটা মামলায় যে গ্রেফতার করা হতে পারে ভাবতেই পারে নি কেউ। যথারীতি প্রিয় নেতাদের গ্রেফতারিতে ফেটে পড়েছে শাসকদলের বশংবদরা। চেতলা থেকে চিৎপুর সর্বত্র বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে। নিজাম প্যালেসের সিবিআই দফতরের সামনে আর রাজভবনের সন্নিকটে সেই ক্ষোভ সুনামির আকার নিয়েছে। হবে নাই বা কেন? সবই ঠিক চলছিল যে! কদিন আগেই শত্রুর মুখে ঝামা ঘষে হইহই করে জিতে এসেছে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।

সবকিছু যখন নিজেদের ফেবারে ঠিক সেইসময়ে নারদে হেভিওয়েট গারদ নিঃসন্দেহে অনেকগুলি প্রশ্নের অবতারণা করছে। তাহলে কী মমতারা যা বলছেন তাই ঠিক? অর্থাৎ বাংলা দখলের ফানুস ফেটে দিল্লির বিজেপির মহামহিমরা দাঁতনখঁ বেআব্রুভাবে বের করছেন। যাতে ফালাফালা হয়ে উঠছে বঙ্গ রাজনীতি। রাজ্যের শাসকের অভিযোগ এই ব্যাপারে কেন্দ্রের মূল চালিকাশক্তি রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়।

প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বনাম মুখ্যমন্ত্রীর এই সম্মুখসমর যখন শুরু হয়েছে তখনই আবার রাজ্যকে যুঝতে হচ্ছে মারণ রোগ কোভিড ১৯ এর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা দ্বিতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে। এর পিছনে পিছনে আবার উঁকি মারছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস

নামের আরেকটি মারাত্মক ভাইরাস। এমতাবস্থায় চার তৃণমূল নেতা–মন্ত্রীর গ্রেফতারি মোটেই সময়োচিত নয় বলে মন্তব্য করছেন একদল সমালোচক। এখানেই কিন্তু পাল্টা যুক্তি উঠে আসছে। অপরাধীকে গ্রেফতারের কী আবার নির্ঘন্ট বা পাঁজি দেখা ক্ষণ আছে নাকি? বিশেষ করে যে অপরাধীরা এতটাই প্রভাবশালী। এরসঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন জুড়ছে স্বাভাবিকভাবেই। তবে কী এবার কলকাতা থেকে হেভিওয়েট বিচারের স্থান পালটে যাবে?

এই কথা উঠলেই সবাই ওড়িশার গল্প বলছেন। কিন্তু একটা মহল আবার জোরের সঙ্গে দাবি করছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন অসম রাজ্যে এবার বিচারাধীন বন্দী হয়ে থাকতে পারে রাজ্য রাজনীতির চতুর্ভুজ। এই পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও টনক টনটনাচ্ছে আরেকটি জোরদার বিষয়। সেটি হল ভিতরে ভিতরে কেন্দ্র–রাজ্য কোনও সেটিংয়ের খেলা খেলবে না তো? এই প্রসঙ্গে এবার বিজেপির এতো রইচই কাণ্ড করেও রাজ্যে একটা গণ্ডিতে আটকে যাওয়ার প্রসঙ্গও উঠছে। দুষ্টু লোকেরা এখানেও যে কীসব গন্ধ টন্ধ পেয়েছে। যার প্রতিপাদ্যই হল যার মুলুক তারই থাক। সুলুকসন্ধান চলতে থাক। সেদিক থেকে দেখলে নারদ মামলার পাততাড়ি অনেক আগেই হয়তো গুটিয়ে ফেলা যেত। বিধানসভা ভোটের অনেক আগেই এই পদক্ষেপ করা যেত। তা না করে একেবারে নিরঙ্কুশ জয়ের পর একটা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করা? মানুষ তো অন্যভাবে নিতেই পারে নাকী? সেজন্যই আবার তলে তলে কোনও তু তু মে মে, তু সামাল বঙ্গাল, মে সামাল দিল্লি জাতীয় খেলা হচ্ছে না তো? হাওয়া ভাসছে এমন অনেককিছুই।

আমফানের বর্ষপূর্তিতে যশের আগমনের আশঙ্কা

কুনাল মালিক : গত বছর করোনা আবহে ২০ মে আমফান ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছিল সাগর দ্বীপে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ কলকাতায় ঝড়ের দাপটে জনজীবন থমকে গিয়েছিল। হাজার হাজার গাছ মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছিল। বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের হাহাকার দেখা গিয়েছিল। আমফানের বর্ষপূর্তিতে আবারও করেনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় 'যশের' আগমনের আশঙ্কায় শঙ্কিত জনগন। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর আগামী ২২ মে উত্তর আন্দামান ও মধ্য–পূর্ব বঙ্গোপসাগরে দানা বাঁধতে পারে নিম্নচাপ অক্ষরেখা। সোমবার সেটির 'যশ' নামে ঘূর্ণিঝড়ের রূপান্তরের সম্ভাবনা আছে। তারপর সেটি বুধবার কিংবা বৃহস্পতিবার

জেলার প্রস্তুতি

বাংলা ও ওড়িশার সীমান্ত দিয়ে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে যেহেতু এখনও ঘূর্ণিঝড়ের রূপ পায়নি তাই ঝড়ের গতিবেগ, সময় এবং ঠিক কোথায় আছড়ে পড়বে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। আগামী সোম ও মঙ্গলবার এই ঘূর্ণিঝড় নিয়ে স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে।

এরপর তিনের পাতায়

প্রিয়ম গুহ ও বরুণ মণ্ডল : আলিপুর আবহাওয়া অফিসের দেওয়া পূর্বাভাস মতো পূর্ব–মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগরে উদ্ভুত সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় অতি শক্তিশালী যশ আসতে চলেছে রাজ্যে। প্রকোপ থেকে বাঁচবে না কলকাতাও। তাই কলকাতা পুরসংস্থা বিভিন্ন ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে। কলকাতায় আসা সর্বশেষ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আমফান থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারের প্রস্তুতিটা শুরু হয়েছে অনেকটা আগে থেকেই। ১৬টি বরোর ১৪৪টি ওয়ার্ডের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা এ বিষয়ে সজাগ ও সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। যশ মোকাবিলায় দায়িত্ব প্রাপ্ত পুর প্রশাসক তথা রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস কুমার জানালেন,

কলকাতার প্রস্তুতি

কলকাতাকে সচল রাখতে শহরের কোনও রাস্তায় গাছ পড়ে গেলে দ্রুততার সঙ্গে ইলেকট্রনিকস করাত দিয়ে কেটে তা সরিয়ে দেওয়ার জন্য করাত তৈরি রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এরপর তিনের পাতায়

অ্যাপেক্স নার্সিং হোমের লাইসেন্স বাতিলের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা রোগী ভর্তি না নেওয়ায় ১৯ মে ভাঙচুর করা হলো বেহালার রাজা রামমোহন রায় রোডের মদনমোহনতলা স্থিত 'অ্যাপেক্স নার্সিংহোম'। অথচ এই নার্সিংহোম সম্পর্কে নানা অভিযোগ ওঠায় ১৭ মে এই নার্সিংহোমে রোগী ভর্তি বন্ধের নির্দেশ দেয় রাজ্যের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এলাকার অধিকাংশ মানুষের বিস্তর অভিযোগ। অভিযোগ, এখানে করোনা রোগীদের চিকিৎসা করার নামে অনৈতিক ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটে নিচ্ছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। অথচ দিনের পর দিন নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের চিকিৎসা বিভ্রাট ও দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছেন ভর্তি থাকা রোগীরা। এজন্য অবিলম্বে এই নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিলের জন্য দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, এই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসা পরিষেবায় গাফিলতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, করোনা সহ যে কোনও রোগীদের কাছ থেকে লক্ষ

লক্ষ টাকা অনৈতিকভাবে লুটে নিচ্ছে এই নার্সিংহোম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা প্রাপ্য টাকার 'মানি রিসিট' দেয় না। চিকিৎসা পরিষেবায় এদের গাফিলতিতে ইতিপূর্বে বহু রোগীর মৃত্যু ঘটেছে। যা নিয়ে এদের সঙ্গে প্রায়শই রোগীর পরিবারের সদস্যদের ঝামেলা লেগে রয়েছে। ভাঙচুর, চিৎকার, চেঁচামেচি– এ যেন নিত্যদিনের ঘটনা। এসব নানা কাণ্ড নিয়ে অভিযোগ একাধিক সোশ্যাল সাইটে ছড়িয়ে পড়ে। এমন সব অভিযোগেই ক্ষুব্ধ রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, একাধিক সোশ্যাল সাইটে বেসরকারি এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ চোখে পড়েছে। তাই তদন্ত করতে চায় এই কমিশন। অবিলম্বে তাই সমস্ত রকম রোগী ভর্তি বন্ধ রেখে, বিগত ১ মাসের সমস্ত রোগীর বিল চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন। তদন্তে দেখা হবে গত ১ মাসে এই নার্সিংহোমে কতজন কোভিড রোগী ভর্তি হয়েছে। তাঁদের কত টাকা বিল হয়েছে। কেন সেই বিল করা হয়েছে। সমস্ত কিছু দেখার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি অবিলম্বে অ্যাপেক্স নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল করুক রাজ্যের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক এই কমিশন।

লকডাউনে সরকারি মদ দোকান বন্ধ, অবৈধ কারবারীরা চড়া দামে বিক্রি করছে মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ মে থেকে কার্যত রাজ্য জুড়ে লকডাউন শুরু হয়েছে। সকালে ৭–১০টা পর্যন্ত অত্যাবশকীয় পণ্য সামগ্রীর খোলা থাকলেও বিকালের পর সবই বন্ধ। মিষ্টির দোকান সকাল ১০টা–৫টা পর্যন্ত খোলা, কেবল মাত্র ওষুধের দোকান স্বাভাবিকভাবে খোলা থাকছে। সুরাপ্রেমীদের আবারও নিরাশ করে সরকারি মদ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। ১৫ মে বিকালে বিভিন্ন মদ দোকানের সামনে চোখে পড়েছে লম্বা লাইন। কেউ কেউ প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে ব্যাপক হারে মদ কিনেছেন। দেখা গেলা এক একজন ব্যক্তি ১০–১২ পেটি দেশী বাংলা মদ তুলেছেন। প্রশ্ন ছিল– সবই কি নিজে খাওয়ার জন্য? অনেকেই উত্তর দিয়েছেন, আবার যদি লকডাউন বেড়ে যায় তাহলে মদ কোথায় পাব? সেজন্যই স্টক করে নিলাম। অনেক সাধারণ মানুষের প্রশ্ন মুদিখানা দোকানে তো এত লাইন পড়ে না? মানুষের

হাতে নাকি টাকা নেই, তাহলে মদ কেনার টাকা আসছে কোথা থেকে? অবশ্য ১৬ তারিখ সন্ধ্যে থেকেই দেখা গেল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গোপনে অবৈধ ভাবে দিশি বিলিতি মদ চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। ১০০ টাকার বাংলা মদ বিকোচ্ছে ২০০ টাকায়, বিলিতি একটা নিব ১৭৪ টাকার মদ বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকায়। অবৈধ কারবারীদের এখন রমরমা ব্যবসা।অনেকেই এখন প্রশ্ন তুলছেন, সরকার তো প্রতিদিন নিয়ম করে যদি ১ ঘন্টা দোকান খুলতো, তাহলে সরকারের রাজস্বও বাড়ত, আর সুরাপ্রেমীদের ডবল টাকা গুনতে হতো না। এবং কালোবাজারীদের এতো রমরমাও হতো না।

বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের দাবিতে ডেপুটেশন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য সব সময় পাশে এসে দাঁড়ায় এপিডিআর। তাই তো এই লকডাউনে ও বসে না থেকে পথে নামলো গণতান্ত্রিক অধিকার

রক্ষা সমিতি(এপিডিআর) এর গোচরণ–দক্ষিণ বারাসাত শাখার সদস্যরা। তাদের উদ্যোগে বুধবার বেলায় জয়নগর–১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাসের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় জয়নগর–১ ব্লকের করোনা পরিস্থিতিতে উদ্ভুত স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে। করোনার স্বাস্থ্য বিধি মেনে জনসমাগম না করেই এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়।এ ব্যাপারে এপিডি আর সদস্য শুভ্র মল্লিক জানালেন,বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষে এদিন আমরা বিডিওর কাছে ডেপুটেশন জমা দিই। উনি বিষয় গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। আমাদের দাবি ছিল– ১)অবিলম্বে জয়নগর–১ ব্লকের অন্তর্গত খাকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমরেজগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়মিত চিকিৎসকের ব্যবস্থা করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে। ২)জয়নগর–১ বিডিও অফিসে সাংসদ তহবিলের অর্থে কেনা অ্যামবুলেন্স সহ এই ব্লকের নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত ও খাকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন তিনটি অ্যাম্বুলেন্সের পরিষেবা এই করোনা পরিস্থিতিতে অবিলম্বে চালু করতে হবে।

বেআইনি গ্যাস সিলিন্ডার আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ৩০টি বেআইনি গ্যাস সিলিন্ডার সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে ক্যানিং থানা তালদি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তালদি এলাকার বাসিন্দা খোকন নস্কর

এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রমরমিয়ে বেআইনি গ্যাসের ব্যবসা করছিল। গোপন সুত্রে বেআইনি গ্যাসের ব্যবসার খবর জানতে পারে ক্যানিং থানার পুলিশ। বুধবার সকালে তালদি এলাকায় খোকন নস্করের দোকানে আচমকা তল্লাশি অভিযান চালায় ক্যানিং থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় বেআইনি ৩০টি গ্যাস সিলিন্ডার। পাশাপাশি দোকানের মালিককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

লকডাউনে অসুস্থ পরিবার হাতে পেল 'স্বাস্থ্য সাথী' কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা চম্পা হালদার দুয়ারে সরকার প্রকল্পে 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ভোট ও করোনা পরিস্থিতিতে তার পরিবার কার্ড পাননি। কিন্তু চম্পা হালদার প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুঃস্থ পরিবারটির চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত টাকা পয়সা ছিল না। এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী এই ঘটনা জানতে পারেন। তিনি জেলা শাসক ডঃ পি উলগানাথনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেন। সেখ বাপী জেলাশাসককে অনুরোধ করেন যে কোনওভাবে আলিপুরে ট্রেজারি বিল্ডিং–এর নবম তলা খুলিয়ে ওই মহিলাকে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড প্রদান করতে হবে। তা না হলে

ওই মহিলা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন না। জেলাশাসক বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শঙ্খ সাঁতরাকে বিষয়টি দেখতে বলেন। গত ১৮ মে লক ডাউনের দিন সেখ বাপীর উদ্যোগে চম্পা হালদার ও তাঁর স্বামী আলিপুরে পৌঁছান। পথি মধ্যে মোমিনপুরের কাছে ট্রাফিক পুলিশ ওই পরিবারকে আটকান। সেখানেও সেখ বাপী ফোনে যোগাযোগ করে ওই পরিবারকে আলিপুরে পাঠান। শেষমেশ ওই পরিবার হাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পান। ওই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে ধন্যবাদ জানান, সেই সঙ্গে জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপীকেও কৃতজ্ঞতা জানান।

সেখ বাপী এই প্রসঙ্গে বলেন, এটা আমার দায়িত্ব। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর পরিষেবা থেকে কেউ যাতে বঞ্চিত না হয় সেটা দেখা আমার নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২২ মে – ২৮ মে, ২০২১

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হোক 'সেফ হোম'

বিপদে শ্মশানে রাজদ্বারে বন্ধু খুঁজে পাওয়া যায় বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। আজ এই ঘোর দুর্দিনে কিছুটা প্রাকৃতিক কিছুটা মানুষের ভুলের জন্য এই ভয়ংকর মহামারী মানব সভ্যতাকে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে নিয়ে এসেছে। করোনা সংক্রমণের এই দ্বিতীয় তরঙ্গে সারা ভারতের মতো পশ্চিমবঙ্গ বেসামাল। নানা মত নানা পথ সাবধানতার নানা বাণী এই মুহূর্তে আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কোভিড ভাইরাসের গতি প্রকৃতি নিয়ে নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিশেষজ্ঞ মহলে চলছে। মানুষের ভাবনা চিন্তা একদিকে যেমন অত্যন্ত সচেতনতামূলক অন্যদিকে কিছু সংখ্যক মানুষের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে বেপরোয়া ও লাগাম ছাড়া। ডাক্তার, পুলিশ, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি নানা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়েও রাজনৈতিক চাপান উতোর কিছু মাত্রায় কমেনি। অন্যদিকে টিকাকরণ নিয়ে যে সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষ তাকে দিশেহারা। পর্যাপ্ত সংখ্যক ভ্যাকসিন কেন্দ্র খোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভ্যাকসিন নিয়ে স্বচ্ছতা সব পক্ষের পক্ষেই মঙ্গলজনক। সাধারণ মানুষের হয়রানি ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে ভ্যাকসিন নিয়ে।

অন্যদিকে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারি বিদ্যালয়গুলিকে কোভিড সংক্রমিত রোগীদের জন্য সেফ হোম তৈরি করার। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে বহু বিদ্যালয় ভবন পঠন পাঠনের উপযুক্ত নয়। কিছু সংখ্যক ঝাঁ চকচকে বিদ্যালয় ভবন সামগ্রিক রাজ্যের চিত্র নয়। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে ভোট কর্মীদের বহু ক্ষেত্রেই তীব্র অভিযোগ ছিল স্কুল গুলির সাধারণ পরিকাঠামো নিয়ে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বহু নতুন নতুন বিশ্ব বিদ্যালয় ও কলেজ গড়ে উঠেছে। সেখানে পরিকাঠামো অনেক উন্নতমানের। প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে খুব সহজেই সংক্রমিতদের জন্য 'সেফ হোম' করা সম্ভব। প্রয়োজনে সেখানে ডাক্তার নার্স ও চিকিৎসার প্রাথমিক উপকরণ স্বাস্থ্যকরভাবে মজুত করা সম্ভব। সাধারণ মানুষ যারা সেফ হোমে থাকতে চান তাদেরকে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে রাখলে আরও সংক্রমণ ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বহু বিদ্যালয় থেকেই এই লক ডাউনের সময়ও মিড ডে মিলের চাল ডাল বিতরণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবককুল এবং পরোক্ষে ছাত্রছাত্রীরা সংক্রমিত হয়ে যেতে পারে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'সেফ হোম' করা অনেক বেশি বাস্তব সম্মত। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত খরচও সরকারকে করতে হবে না।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনলাইনে ক্লাস হওয়ার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার প্রয়োজন পড়ে না। নির্বাচনের সময় দেখা যায় সাধারণত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই ডিসিআরসি ও স্ট্রং রুমের জন্য নির্বাচিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ও কলেজ গুলিকে ভ্যাকসিন দেবার কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচন করা যেতেই পারে। সাধারণ চিন্তা ভাবনার অভাবে সমাজে সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে কোনও কোনও বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য নতুন কোনও নির্মাণ কার্য করতে হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই 'সেফ হোমে'র পরিকল্পনা পিছিয়ে যাচ্ছে।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে চিহ্নিত করা হোক টিকাকরণ কেন্দ্রে ও 'সেফ হোমে'র জন্য। অস্বাস্থ্যকর কিছু সরকারি বিদ্যালয়গুলিকে 'সেফ হোম' করলে বিপদের ঝুঁকি থেকেই যাবে। পানীয় জল, শৌচাগার, বিদ্যুৎ প্রভৃতির অব্যবস্থার প্রভাব সংক্রমিত ব্যক্তিদের উপর পড়বে। জরুরি ভিত্তিতে প্রশাসনের এ বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার নইলে 'সেফ হোম' আর সেফ থাকবে না।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র বারো

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাম্ রতাঃ ।।১২।।

অনুবাদ

দেবতার উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম–উপাসকগণ আরও অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) আরও বলা হয়েছে যে, হৃতজ্ঞান ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য প্রবল কামনার দ্বারা চালিত হয়ে ক্ষণস্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য দেবতাদের উপাসনা করে। কোনও কোনও দেবতাদের কৃপার দ্বারা বিশেষ কোনও অসুবিধা থেকে অস্থায়ী উপশমের যে সমাধান, তা কেবল বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরাই অনুসন্ধান করে তাকে। জীবাত্মা যেহেতু জড় জগতে আবদ্ধ, তাই চিন্ময় স্তরে যেখানে নিত্য আনন্দ, জ্ঞান বর্তমান, সেই চিরস্থায়ী শান্তি লাভের জন্য তাকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে সংসার–বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে।

ভগবদ্গীতায় (৭/২৩) আরও বর্ণিত হয়েছে যে, দেবতার উপাসকেরা দেবলোকে যেতে পারে। এভাবেই চন্দ্র উপাসকেরা চন্দ্রলোকে, সূর্য উপাসকেরা সূর্যলোকে গমন করতে পারে, ইত্যাদি। বর্তমান বিজ্ঞানীরা মহাকাশ যানের সাহায্যে চন্দ্র অভিযানের ঝুঁকি নিচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোন নতুন প্রচেষ্টা নয়। মহাকাশযান, যৌগিক সিদ্ধি বা দেবতাদের উপাসনা দ্বারা উন্নত চেতনা–সম্পন্ন মানুষেরা মহাকাশ অভিযানে অন্যান্য গ্রহলোকে প্রবেশ করতে উৎসুক। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই তিনটির যে কোন একটি উপায়ে অন্যান্য গ্রহলোকে প্রবেশ করতে উৎসুক। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই তিনটির যে কোন একটি উপায়ে অন্যান্য গ্রহলোকে পৌঁছানো

ফেসবুক বার্তা

কোচির সৈকতে প্রবল বৃষ্টিপাতের পর, সমুদ্রের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নোংরা বর্জ্যগুলি যেগুলো মানুষ সমুদ্রে ফেলেছিল সেই বর্জ্যগুলি মানুষ্যালয়ে ফিরে এসেছে
ঠিক যেন নিউটনের তৃতীয় সূত্র "প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে"
প্রকৃতি এটা ভালো করেই বুঝিয়ে দিল

এই মৃত্যুর উপত্যকাই আমার দেশ

শুভঙ্কর দাস

চারিদিকে চিতার পোড়া কাঠের গন্ধ। বাতাসে দুঃখ। মাটিতে চাপা সহনাগরিকের দেহ। রাত্রির নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ করে ছুটে চলে অ্যাম্বুলেন্স, শববাহী গাড়ি। স্মার্টফোনে বার্তা আসে আপনজনের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর। করোনা থেকেও মানুষ বেশি ভয় পাচ্ছে নিঃসঙ্গতাকে। সে আজকে বেশি উদ্বিগ্ন পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থান থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে তৎপর। আদতেই লড়াইটা তাকে একাই করতে হচ্ছে। পাশে আছে সামান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো। মৃত্যু, লাশ, শ্মশানের পুড়ে যাওয়া কাঠ, কবরের মাটি যেন বারে বারে বলে চলেছে মনুষ্যত্বের মর্যাদার মৃত্যু হয়েছে। প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য ফিকে করে আর্তনাদ গ্রাস করেছে মননকে। কার পাপে, কার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য আজ এই অবস্থা। এখনো কি আমরা প্রস্তুত। উত্তরটা দিতে হয়তো গলা কেঁপে উঠবে নীতিনির্ধারকের। তবুও তারা বলে চলবে সব ঠিক আছে। তারা বলবে এবং বলছে ইতিবাচক চিন্তা ধারা মনের মধ্যে আনতে হবে। একদিকে অনাহারের ভীষণ জ্বালা অন্যদিকে মহামারীর হাতছানি। এর মাঝে গুটিসুটি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। এই আমরা হচ্ছি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সার্বভৌম ভারতের নাগরিক। বিশ্বের অন্যতম বৃহ অর্থনীতি, দক্ষিণ এশিয়ার দাদা, বিশ্বগুরু, ভ্যাকসিন গুরু, পরমাণু শক্তিধর দেশ ভারত তার নিজের জনগণকে সামান্য অক্সিজেন, উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা, টিকা দিতে পারছে না। এর থেকে লজ্জার আর কি হতে পারে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে এখনো পর্যন্ত ভারতের নদীগুলিকে স্বর্গের দেব–দেবীর মতন শ্রদ্ধা করা হয়। এই নদীগুলিকে নিয়ে অনেক গল্পকথা, ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনী, মিথ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজ সেই নদীর মধ্যে দিয়েই ভেসে চলেছে মৃতদেহ। যে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা শ্লোক সৃষ্টি করেছিলেন আজ সেই পাড়ে মৃতদেহ চাপা পড়ে রয়েছে। টিকা নেই। চিকিৎসার যাবতীয় সরঞ্জাম রোগীর পরিজনদের করতে হচ্ছে। হাসপাতালে উপচে পড়া অসহায় মানুষের কান্না। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কালোবাজারির প্রকোপ। বেসরকারি হাসপাতালে লাগাম ছাড়া বিল। এত কিছুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে ইতিবাচক ভাবনাগুলি বিদায় নিতে থাকে। এ যেন একটা হেরে যাওয়া যুদ্ধে শুধুই পালিয়ে বেড়ানো। কিন্তু নীতিনির্ধারকরা বলে চলেছে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ বজায় রেখে করোনা মুখোমুখি হতে। তারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করে এই জ্ঞান সকাল–বিকেল টিভি চ্যানেলে দিয়ে চলেছে। ভারতের মতন গরিব দেশে জনগণকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে টাকা দিয়ে টিকা কেনার জন্য। এর সঙ্গেই আবার নীতিনির্ধারকদের সভাসদরা যেমন তারকা ক্রিকেটার, চলচ্চিত্র নক্ষত্র নিজেদের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও প্রকাশ করে চাঁদা চাইছে।

এখন গোটা দেশেই লকডাউন চলছে। আর্থিক মন্দার মধ্যেই এই লকডাউনে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে শ্রমজীবী মানুষ, বেসরকারি সংস্থার কর্মী, ছোট ব্যবসায়ী, হকার, বেসরকারি পরিবহন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা।

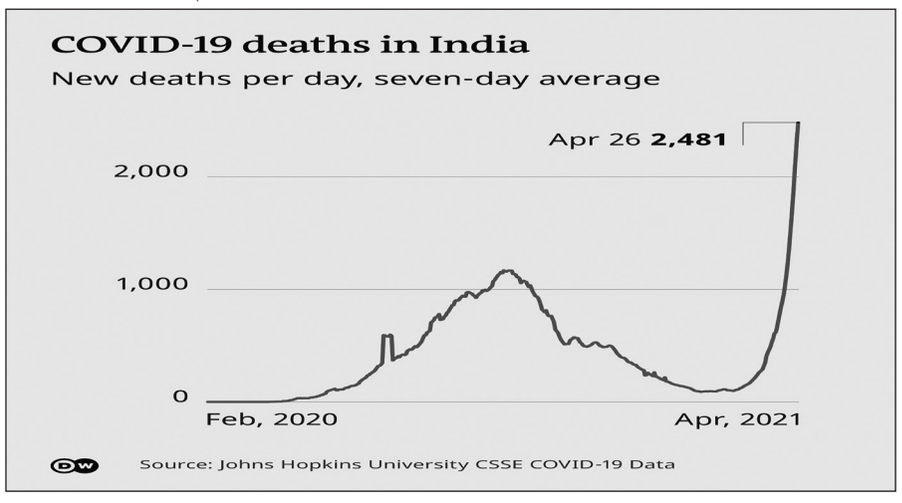

টিকা এখনো সিংহভাগ ভারতীয়ের কাছেও পৌঁছয়নি। যে দেশের জনসংখ্যা ১৩০ কোটি সেখানে সার্বজনীন টিকাকরণ অভিযান চালানো উচিত ছিল। প্রতিটি বাড়ি, আবাসন, বস্তি, গ্রাম, প্রত্যন্ত গ্রামের কুটিরে গিয়ে টিকাকরণ করলে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে যেত। কিন্তু তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কার পূর্বপুরুষ ভারতের নাগরিক আর কারা নাগরিক নয় তা দেখতে যদি প্রশাসনিক কর্তারা প্রতিটি বাড়িতে যেতে পারে তবে টিকাকরণের ক্ষেত্রেও তেমনটা হবে না কেন? পশ্চিমবঙ্গের সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে প্রচার চলাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে প্রচার চালিয়ে ছিল। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সংশ্লিষ্ট বাড়ি, পাড়া, কলোনীতে গিয়ে নিজেদের কথা বলে এসেছিল। এখন তারা কোথায়? সিপিআইএমের রেড ভলেন্টিয়ার্স কাজ করে চলেছে। বাদবাকি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই সদর্থক পদক্ষেপের দেখা মিলছে না।

বেশিরভাগ সরকারি টিকাকরণ কেন্দ্রে ভিড়ের কারণে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না। এর ফলে টিকাকরণ কেন্দ্র থেকেই দেখা দিয়েছে করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। ফলে সার্বজনীন টিকাকরণ অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম। নীতিনির্ধারকরা বলে চলেছে সংঘবদ্ধভাবে করোনার মোকাবিলা করতে। কিন্তু আদতে মানুষ নিজেকে বড্ড একা মনে করছে। বড্ড নিরুপায় মনে করছে। তাই সে দিল্লির রাজপথে পোস্টার লিখে জানতে চেয়েছে, মোদীজি আমাদের শিশুদের ভ্যাকসিন বিদেশে কেন পাঠালেন? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিক নির্বাচিত প্রধানসেবকের উদ্দেশ্যে এমন প্রশ্ন করতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান প্রশাসন যেন বড্ডও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। পোস্টার টাঙানোর জন্য ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের ক্ষেত্রে যে তৎপরতা প্রশাসনিক কর্তারা দেখিয়েছে সেই একই সক্রিয়তা যদি করোনা রোগীদের আরোগ্যের জন্য নেওয়া হতো তবে সহনাগরিকদের মৃত্যু দেখতে হতো না।

আধুনিক গণতন্ত্রের সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতেই হয়। কিন্তু ভারতে প্রধানমন্ত্রীকে যেন আরাধ্য দেবতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। তার ভাবমূর্তিকে আন্তর্জাতিক মহলে স্বচ্ছ রাখতে ক্রমাগত সচেষ্ট প্রশাসন। তাইতো করোনায় কতজন আক্রান্ত হচ্ছে, দৈনিক মৃতের সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান জানানো হচ্ছে না। সরকারি দাবির সঙ্গে শ্মশানের পরিসংখ্যানের কোনও মিল নেই। বিশ্ব ছাড়িয়ে মহাবিশ্বে চলে যাওয়ার স্পর্ধা দেখানো ভারত তার আস্থা এখনো গোমূত্র ও গোবরে দেখিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা গোবলয়ে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

চারিদিকে শুধুই দুঃসংবাদ ও হতাশা। রয়েছে পোস্ট কোভিড কম্প্লিকেশনের চোখ রাঙানি। এত কিছুর পরেও জনগণ নিরন্তন সংগ্রামের পথিক। স্রোতস্বিনী গঙ্গার জলে ভেসে যাওয়া স্বজনের মৃতদেহ দেখেও বাকিদের বাঁচানোর স্বার্থে সে উদভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক ছুটে চলেছে। এই ছুটে চলার শেষ কোথায়? এই সীমাহীন মনোকষ্টের ওষুধ কি? নীলাভ আকাশ, শ্বেতশুভ্র হিমালয়, ইতিহাসে চর্চিত, স্থাপত্যে আভিজাত্যে, সমুদ্র ঝঞ্ঝায়, অনন্ত নক্ষত্র মালার আনন্দে আমার দেশ নেই। উন্মুক্ত শ্মশান, ফুটপাতে পড়ে থাকা পিপিই জড়ানো লাশ, কালোবাজারির স্বার্থপরতা, অসাড় হয়ে যাওয়া প্রশাসনিক যন্ত্র, আর্তনাদরত পরিজনের কান্না, বাঁচাতে না পারা চিকিৎসকের মনোবেদনায় এখন আমার দেশ। এই মৃত্যুর উপত্যকা, এই নিঃশ্বাসহীন অব্যক্ত বেদনা আমারই দেশ।

মানবিক হাত বৃদ্ধির সঙ্গেই পেশাবদলের হিড়িক

বিশ্বজুড়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তেই সর্বত্রই মানবিক হাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কোথাও অসহায় করোনাক্লিষ্টদের দিকে অসংখ্য মানুষ দিনরাত খাবারদাবার, ওষুধপত্র, অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ প্রয়োজনীয় মেডিকেল কিট পৌঁছে দিচ্ছেন। কোথাও ব্লাডব্যাংকে অতিমারি পরিস্থিতিতে উদ্ভূত রক্তসংকট মোকাবিলায় একক কিংবা সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছেন বহু মানুষ। এককথায় বলাই যায় চারিদিকে অসংখ্য মানবিক হাত যেন করোনার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ। কিন্তু, এসবের বাইরেই রয়েছে তৃণমূল স্তরের অসংখ্য মানুষের আর্থিক দুরবস্থার একটা প্রকট ছবি। করোনা মোকাবিলায় প্রশাসনিক নির্দেশে কোথাও আংশিক কোথাওবা কার্যত পূর্ণ লকডাউন চলছে। এরই মধ্যে চারিদিকে কোটি কোটি মানুষের চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার থাবার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার কার্যত মরণপণ লড়াই। এইসময় একটা বিরাট অংশের মানুষের মধ্যে পেশা বদলের হিড়িক পড়ে গেছে। যাঁরা একসময় পোশাকআশাক, বাসনপত্র, মনোহারী সহ উপহার দ্রব্য, গয়না প্রভৃতির ছোটখাটো দোকান থেকে কোনওরকমে পরিবারের ভরণপোষণ চালাতেন এখন তাঁদের অনেকেই আলু–পিঁয়াজ–আদা–রসুন, সবজি, মাছ, ডিম, পাঁউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতি বিক্রি করছেন। কেউ কেউ অনভ্যস্ত হাতেই কাস্তে, কোদাল, ঝুড়ি প্রভৃতি নিয়ে কৃষিমজুরের কাজে নেমে পড়েছেন দিনশেষে শ'খানেক টাকা রোজগারের আশায়। করোনার ধাক্কায় দীর্ঘদিন ধরে বিপর্যস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। চরম আর্থিক অনিশ্চয়তা সহ হতাশায় ভুগতে ভুগতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় তাঁদেরই একাংশ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে শুরু করে প্রায় সর্বত্রই এই একই করুণ ছবি।

গতবছর করোনার থাবায় অসংখ্য মানুষ অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। এবারও এই ভয়ংকর ভাইরাসের সেকেন্ড ওয়েভের ধাক্কায় আরও বেসামাল জনজীবন।

প্রতিদিনই বিশাল সংখ্যক আক্রান্ত ও মৃতের পরিসংখ্যান ভাবিয়ে তুলছে বিশ্ববাসীকে। অতিমারির এই ভয়ংকর থাবা থেকে মানবজগতের নিস্তার কবে মিলবে তা এখনও অজানা। তবে, অত্যন্ত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্ব বর্ধমান জেলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, এই মুহূর্তে মফস্বল শহরের রাজপথ সহ অলিগলি থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের মেঠোপথে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ফেরিওয়ালার সংখ্যাটা মাত্র একবছরের মধ্যেই বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এইসব ফেরিওয়ালার একটা বড় অংশই সবজি ও মাছ বিক্রেতা। কিছু মানুষ পাউরুটি, বিস্কুট, মিষ্টি, ফলফলাদি প্রভৃতি বিক্রি করছেন। আর এই ফেরিওয়ালাদের একটা অংশই একদা অন্য পেশায় ছিলেন। করোনা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে এনাদের কেউ কাজ হারিয়েছেন, তো কেউ আর্থিকভাবে কোণঠাসা অবস্থায় দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করেছেন। কিছু স্কুল–কলেজ পড়ুয়াও উদ্ভূত কঠিন পরিস্থিতিতে পরিবারের দিকে আর্থিকভাবে হাত বাড়িয়ে দিতে ফেরিওয়ালার পেশা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আবার কেউ কেউ পথের ধারে পোশাক আশাক, মনোহারী সহ উপহার সামগ্রী, গয়নাগাটি প্রভৃতির নিজের ছোটখাটো ঝাঁ চকচকে দোকানের সামনেই আলু–পেঁয়াজ–আদা–রসুন, সবজি, বিস্কুট প্রভৃতি রেখে বিক্রি করছেন। অর্থাৎ এককথায় করোনার করাল গ্রাসে বিপর্যস্ত মানুষের পেশা বদলের হিড়িক। সর্বত্রই একটা বিশাল সংখ্যক তৃণমূল স্তরীয় মানুষের বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া–১ নং ব্লকের পানুহাট পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস পেশায় প্রাইভেট টিউটর। গত বছর করোনা বিপর্যয়ের সময় থেকেই আর্থিকভাবে একপ্রকার মুখ থুবড়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, করোনার আঘাতে সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আমাদের মতো সমাজের নিচুতলার খেটে খাওয়া মানুষগুলোর পাশাপাশি ছোটখাটো দোকানদাররা। এই অবস্থায় অনেকেই পেটের দায়ে পেশা বদল করতে বাধ্য হয়েছেন। যতদিন যাচ্ছে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হচ্ছে। এর শেষমেশ পরিণাম আর যাই হোক শিশুদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান যে ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতিরিক্ত বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অতিরিক্ত বিল সহ নানান অভিযোগ উঠেছে বেশকিছু নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। যে কারণে এবার বিভিন্ন নার্সিংহোমে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা শুরু করল শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলী।সোমবার বিকেলে শিলিগুড়ির প্রধাননগর এবং শালুগাড়া চেকপোস্টের কাছে দুটি নার্সিংহোমে যান পুর প্রশাসক গৌতম দেব এবং প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য রঞ্জন সরকার। সেখানে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষগুলির সঙ্গে তারা কথা বলেন। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়া হচ্ছে সেই সংক্রান্ত বোর্ড নার্সিংহোমের সামনে যাতে লাগানো থাকে সেকথা বলা হয়। এছাড়াও সরকারি যে নিয়মাবলি রয়েছে তা মেনে করোনা চিকিৎসার জন্য বিল বানানো হয় সেকথাও বলেন।

পাশাপাশি গৌতম দেব জানান, বিভিন্ন জায়গায় তারা যাবেন। বিভিন্ন নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষগুলির সঙ্গে তারা বৈঠকে বসবেন। একটি টাস্কফোর্সও গঠন করা হচ্ছে জেলাশাসকের তরফে। সেই টাস্কফোর্সই নার্সিংহোমগুলির খোঁজখবর নেবে।

তিনতলা বাড়িতে চিতাবাঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সকাল থেকেই চিতাবাঘের তান্ডব ঘিরে চাঞ্চল্য। অবশেষে কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় ধরল বনকর্মীরা। সোমবার সকালে শিলিগুড়ি চম্পাসারির সমরনগর এলাকায় একটি চিতাবাঘ ঢুকে পড়ে সেখানে একটি মাঠের সামনে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই চিতাবাঘটি সেখানে এক ব্যক্তির ওপর হামলা করে পাড়ায় ঢুকে যায়। সেখানে আরও দুজনের ওপর হামলা করে। সেখান থেকে একলাফ দিয়ে চিতাবাঘটি একটি তিনতলা বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তা দেখতেই ওই বাড়ির বাইরের গেট আটকে দেওয়া হয়।

চিতাবাঘটি ভেতরেই আটকে থাকে। প্রায় সকাল ১০টার ঘটনা। এরপরই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় সুকনা ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডকে। ১২টা নাগাদ ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় ওই বাড়ির সিঁড়ির জানালা দিয়ে ঘুমপাড়ানি গুলি করে চিতাবাঘটিকে আয়ত্তে আনা হয়।

কিষানগঞ্জে নিষিদ্ধ নেশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিহারে মদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। তবে বিহারের কিষানগঞ্জ এলাকায় নিষিদ্ধ নেশা smac এর কারবার রমরমিয়ে চলছে। বাইরের রাজ্য থেকে এই নেশার সামগ্রী আসছে কিষানগঞ্জ এলাকায়। তারপর গোটা কিষানগঞ্জ এর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এই নিষিদ্ধ নেশা। ব্রাউন সুগার জাতীয় নেশা এইটি, সাধারণত পুড়িয়া করে বিক্রি করা হয় smac নামক নিষিদ্ধ নেশাটি। কিষানগঞ্জ এলাকায় এই নিষিদ্ধ নেশার খপ্পরে পড়েছেন যুব সমাজ। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর দেওয়ার পর রবিবার দিন পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বিশেষ অভিযান চালায় এবং ১৪ জনকে এই নেশার কারবারের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার করে। এরপরে তাদের

জিজ্ঞাসাবাদ করে তল্লাশি চালিয়ে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিষানগঞ্জ পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই অভিযান আরো চালানো হবে।

আন্ডারপাস যেন বড় বড় পুকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি থেকে ময়নাগুড়ির পথে বেশ কয়েকটি রেলওয়ে আন্ডারপাস রয়েছে।

প্রায় সব কয়েকটি আন্ডারপাস বারো মাসই জলমগ্ন। বলা যায় এক একটি রেলওয়ে আন্ডারপাস যেন বড় বড় পুকুর। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের বাসিন্দাদের শহরে যেতে হলে ৩১নং জাতীয় সড়ক ধরতে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেল

লাইনের পাতের উপর দিয়েই পারাপার করতে হয় । যেকোন মুহূর্তে যে বিপদ ঘটে যেতে পারে তার জলজ্যান্ত ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটে উঠলো আজ সকাল ৮.৩০। ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের অদূরেই অবস্থিত ফুলতুলি ৬৯ পোল গেটের আন্ডারপাস জলমগ্ন হয়ে ভরাট থাকায় কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি রেল লাইনের পাত বেয়ে পারাপার করতে গেলেই ঘটে যায় বিপত্তি। ব্যক্তির পালসার বাইক আটকে যায় রেলপাতে । নিমেষেই দ্রুতগতিতে জসমত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির বাইক। ভাগ্যের জোরে প্রাণে বাঁচেন ওই ব্যক্তি। গোটা ঘটনা কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুসছেন স্থানীয়রা। এদিন ঘটনাস্থলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও ধূপগুড়ি পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করেই তীব্র বচসায় জড়ান উত্তেজিত গ্রামবাসী। করোনার কথা মাথায় রেখে দ্রুততার সহিত জমায়েত খালি করা হয়। পুলিস সূত্রে খবর ওই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এখনো পলাতক।

অন্যদিকে গ্রামবাসীদের দাবি অবিলম্বে আন্ডারপাস সমস্যার সমাধান না হলে জাতীয় সড়ক এবং রেলওয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ করবেন জনতা। গোটা বিষয় সম্পকে রেলওয়ে ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরেই কেবল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

সমস্যায় পরিচারিকা, ভিখারি, হকার ও ব্যবসায়ীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : করোনার শুরুতেই ২০২০ সালের ২৩ মার্চ থেকে লকডাউনের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল লোকাল ট্রেন। সেই সময় পরিচারিকা, ভিখারি, হকার ও ব্যবসায়ীদের একে পর এক দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে চরম সংকটময় মুহূর্তের মধ্যে। পরবর্তী প্রায় ২৩৪ দিন পর লোকাল ১১ নভেম্বর থেকে আবার লোকাল ট্রেন চলাচল শুরু করেছিল। প্রায় সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হতেই আবার ও লকডাউন শুরু হয়। বন্ধ হয় লোকাল ট্রেন চলাচল। ফলে আবারও অতীতের সেই সংকটময় মুহূর্ত ফিরে এসেছে পরিচারিকা, ভিখারি, হকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। চলছে অন্ধকারময় করুণ জীবন যাত্রা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং, কাকদ্বীপ, নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মন্ডহারবার, বজবজ, বারুইপুর সহ রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত প্রান্তের লোকাল ট্রেন বন্ধ।

আর এই লোকাল ট্রেনের উপর নির্ভরশীল পরিচারিকা, ভিখারি, হকার ও ব্যবসায়ীরা পড়েছেন মহাফাঁপরে।

ক্যানিং লাইনে ষ্টেশনের উপর মনোহরি জিনিসপত্র বিক্রি করে দিন গুজরান করতেন হকার সিকান্দর সাহানী। বিগত দিনে লকডাউনের জেরে প্রায় আটমাস যাবৎ গৃহবন্দী ছিলেন। দেনা-পাওনা ও জমানো টাকায় কোন রকমে সংসার চালিয়ে পরিবারের সকলের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দিতে পেরেছিলেন। গত নভেম্বর থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় আশার আলো দেখে ছিলেন। শুরু করেছিলেন মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিক্রি। কিন্তু আবার লকডাউন শুরু হওয়ায় কী করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

ক্যানিং ষ্টেশনে চা বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করতেন গোয়ালাপাড়ার তারক দাস। বিগত লকডাউনে রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালিয়েছেন। পুণরায় লকডাউন হওয়ায় কী করবেন চিন্তা করে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন। হেড়োভাঙার মালতি নস্কর, টুম্পা সরদার, মলিন মন্ডল, সাতমূখীর অপর্ণা সরদার, মৃন্ময়ী আদক, বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়ার স্বপ্না সরদার, দেবযানী মন্ডল, হরিদাসী সরদার রা ক্যানিং ষ্টেশন থেকে ভোরের ট্রেন ধরে কলকাতার

যাদবপুর, বাঘাযতীন, ঢাকুরিয়া এলাকায় পরিচারিকার কাজ করতে যেতেন। বিগত লকডাউনের জেরে চরম সমস্যা পড়ে গিয়েছিলেন তারা। অনেক বাড়ির কাজ ছেড়ে গিয়েছিল। ট্রেন চলাচল হতেই নতুন বাড়ির কাজ ঠিক করে কলকাতায় যাচ্ছিলেন প্রতিনিয়ত। বর্তমানে আবার লকডাউনের জেরে ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ায় কাজ চলে যাওয়ার আশাঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন তারা। অসহায় পরিচারিকাদের দাবি কাজে যেতে না পারলে সংসার চালাবো কি ভাবে সেই চিন্তায় জর্জরিত। না খেয়ে হয়তো মরতে হবে।

অন্যদিকে সাধারণ নিত্য রেলযাত্রীদের দেওয়া ভিক্ষায় জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন এমন অসহায় ভিখারির সংখ্যা কম নয়। ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ার তারাও পড়েছেন মহাবিপাকে। এমন কি অনাহারে, অর্ধাহারেও দিন কাটাচ্ছেন বিভিন্ন ফুটপাথ, রেলস্টেশন এলাকায়।

পাশাপাশি চরম সমস্যায় পড়েছেন ছোট বড় ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে স্টেশন লাগোয়া সাইকেল গ্যারেজ ও ছোট বড় ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রায় লাটে, ট্রেন বন্ধের কারণে।

লোকাল ট্রেনের উপর নির্ভরশীল মানুষজনের দাবি করোনা বিধি মেনেই লোকাল ট্রেন চালু করুক সরকার। তা না হলে এমন চলতে থাকলে অচিরে পরিবারের সকলে অনাহারে মারা যাবো।

লোকাল ট্রেনের উপর নির্ভর করে যে সমস্ত মানুষজন জীবন জীবিকা নির্ভর করেন, তারা চাতকের মতো অধীর অপেক্ষায়, লোকাল ট্রেন চলাচল কবে শুরু করে সেই দিকে তাকিয়ে।

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহরতলির লাইফলাইন লোকাল ট্রেন। সেই ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চিন্তায় অফিস যাত্রীরা ও হকাররা। শহরতলির মানুষজনের একটা বড় অংশ রুজির টানে প্রতিদিন কলকাতা যাওয়া-আসা করেন। তাঁদের ভরসা লোকাল ট্রেন। সেই ট্রেন না থাকলে এবার যে কী হবে ভেবে কুল পাচ্ছেন না অনেকে। ফিরে আসছে গত বছরের স্মৃতি। শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল, মগরা, বৈঁচিগ্রাম সবত্র মানুষজনের একটাই চিন্তা। সময়ে কর্মক্ষেত্রে যাব কী করে। ট্রেন তো বন্ধ, বাস অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। মগরা জয়পুরের বাসিন্দা দেবদাস পাল, তিনি রোজ কলকাতায় যান। দেবদাস বলেন, কলকাতায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করি। লোকাল ট্রেন বন্ধ হলেও লকডাউন যেহেতু হচ্ছে না আমাদের অফিস খোলা থাকবে। তাই বাধ্য হয়ে বাসে বাদুর ঝোলা হয়ে গাদাগাদি করে বেশি ভাড়া দিয়ে কাজে যেতে হচ্ছে। ট্রেন বন্ধ হতেই হকারদের আরও শোচনীয় অবস্থা। হুগলির ৩ নম্বর কৃষ্ণপুর (রবীন্দ্রনগর) অঞ্চলের বাসিন্দা ভাইদাস প্রায় ২৫ বছর ধরে হাওড়া মেন লাইনে নিজের লেখা চটি বই বিক্রি করেন। বাড়িতে তাঁর ৭৮ বছরের বৃদ্ধা মা কাজল দাস, স্ত্রী পূর্ণিমা ও দশ বছরের মেয়ে সোনালীকে নিয়ে ভরণ পোষণ করে সংসার চালাতে হয়। তৎকালীন বাম জমানায় ২০০২ সালে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ভাই দাসের লেখা 'একাই একশো মমতা' সুপারহিট হয়। সেই বইটি মুড়ি মুরকির মতো ট্রেনে বিক্রি হয়। ৩৮ বছরের তরুণ তুর্কি লেখক ভাই দাসের অসংখ্য লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে হুগলি মোড়ের কাছে ভাড়া বাড়িতে দিন গুজরান করতে হচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় তার লেখা 'উন্নয়নের প্রতীক নরেন্দ্র মোদি' ও 'মোদির ভয়ে কাঁপে দাউদ' বই দুটি ট্রেনের কামরায় যাত্রীদের প্রশংসা যোগ্য ও কাটতিও হয়। এবার বিধানসভা নির্বাচনে একেবারে শিহরণ জাগানো বই 'বাংলার যুবরাজ শুভেন্দু অধিকারী' প্রকাশিত করেন। বইটি ভাইদাস ভোটের সময় নন্দীগ্রামে নিয়ে যান। নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় হট কেকের মতো বিক্রি হয়। কোন্নগরে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ৪৫ বছরের জাতীয় দৌড়বিদ। মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে বাংলার হয়ে সোনার পদকজয়ী। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস চাকরি না পেয়ে তীব্র সাংসারিক চাপ সামলাতে বাধ্য হয়ে ট্রেনে হকারি করে রুটি রুজি যোগার করতে পথ চলা শুরু হয়। তাঁরা দুই ভাই, ছোট ভাই অরিন্দম। বাড়িতে অভিজিতের স্ত্রী নন্দিতা, ভাইপো অনির্বান এবার কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। বহুদিন আগেই তার বাবা অসীম মুখোপাধ্যায় মা সর্বানী দেবী মারা যান। এরকম বৈঁচি গ্রামের সারদাপল্লির বাসিন্দা অধীর মণ্ডল ট্রেনে রুমাল, মোজা বিক্রি করেন। তাঁর দৈনিক গড় আয় ছিল ৪০০ টাকা। তাঁর আয়ে পরিবারের পাঁচটা লোকের পেট চলে। মেয়ে পারুল বি এ গ্র্যাজুয়েশন করেছে। এখন এমএ করতে ইচ্ছুক। বর্তমানে অধীর আগের বারের মতো রাজমিস্ত্রির কাজ করছে। ওই বৈঁচিগ্রামে একই এলাকার শ্যামলেন্দু মির্জা ট্রেনে হকারি করে কাঁচা আমলকি। তাঁর দৈনিক আয় ছিল ২৫০ টাকা। এখন সব শেষ। একেবারেই মুষড়ে পড়েছেন রেলের হকাররা। এই রকম পরিস্থিতি কোনও দিন ট্রেন বন্ধ হয়েছে বলে মনে করতে পারছেন না কেউই।

সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু

সুভাষ চন্দ্র দাশ : আসছে সপ্তাহের প্রথমেই হানা দেবে ঘূর্ণিঝড় 'যশ'। আর সেই ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার জন্য একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলাশাসক পি উলগানাথান সমস্ত বিডিও, মহকুমার শাসক ও অন্যান্য দপ্তরে আধিকারিকদের সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, জেলায় যে সমস্ত সাইক্লোন সেন্টার গুলি বানানো হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার জন্য সেগুলি উপযুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে। সেই সমস্ত ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রগুলির জেনারেটর, টয়লেট ও অন্যান্য দ্রব্য মজুদ করতে বলা হয়েছে। ত্রিপল, ওষুধ, চাল, কাপড় সহ সমস্ত কিছু মজুদ রাখতে বলা হয়েছে। যদি সেগুলোর অভাব থাকে তাহলে কী কী অভাব আছে তা দ্রুত প্রশাসনকে জানাতে বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি এলাকার মহকুমা শাসক এবং বিডিওদেরকে এই ঘূর্ণিঝড় নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানদের সমন্বয় মিটিং করে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় মানুষকে সচেতন করার জন্য পঞ্চায়েত গুলোকে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মাইকের মাধ্যমে প্রচার করতে বলা হয়েছে। তবে সবটাই করতে হবে কোভিড বিধি মেনে। শুধু তাই নয় সমস্ত মৎস্যজীবীরা যাতে সমুদ্রে না যায় তার জন্য সমস্ত

মৎস্যজীবীদেরকে বলা হয়েছে। মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলার যেগুলো ইতিমধ্যেই মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত সেগুলো কে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে। প্রতিটি মিউনিসিপালিটি, পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিওগুলিতে কন্ট্রোলরুম তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে এই ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে প্রতিমুহূর্তে খবরাখবর পেতে সুবিধা হবে এলাকাবাসীর। ঘূর্ণিঝড় শুরু হওয়ার আগেই নিচু এলাকা থেকে স্থানীয় মানুষদেরকে নিরাপদ জায়গায় সরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঝড় শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ে কোস্টকার্ড এবং উদ্ধারের কাজে ব্যবহৃত যানবাহনগুলোকে উপযুক্ত জায়গাতে নিযুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়।প্রতিটি এলাকায় যে সমস্ত বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এর কর্মীরা থাকবেন তাদের সঙ্গে মহাকুমা শাসকদেরকে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে। স্পিড বোট, সাধারণ বোট, জেসিবি মেশিন সবই মজুদ রাখতে বলা হয়েছে। সেচ দফতরকে নদীপথগুলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কারণ যেহেতু এই ঘূর্ণিঝড় যখন আছড়ে পড়বে তখন নদীতে কোটাল থাকার বাড়বে প্রবল জল। তাই নদী বাঁধ ভেঙে গেলে দ্রুত মেরামতি করা সম্ভব হয় তার জন্য সেচ দফতরকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। দুটি কুইক রেসপন্স টিমের রাখা হচ্ছে একটি কাকদ্বীপ অন্যটি ক্যানিংয়ে।

এ বিষয়ে জেলাশাসক বলেন আমরা সর্বত্র ভাবে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ, পানীয়জল, এবং রাস্তা পরিষ্কার করা গাছ কাটা সহ অন্যান্য দপ্তরকেও তৈরি রাখা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় 'যশ' এর আতঙ্কে কাঁটা ক্যানিং মহকুমাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবাদে প্রচলিত রয়েছে নদীর তীরে বাস, বিপদ বারোমাস'। আর এই বিপদ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে।সুন্দরবনের উপর একাধিকবার আঘাত হেনেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তারমধ্যে উল্লেখ যোগ্য ২০০৯ সালের ২৫ মে আয়লা,২০১৯ এর ৮ নভেম্বরে বুলবুল,২০২০ সালের ২০ মে আমফান সাইক্লোন। বিগত বছর গুলিতে ওই সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়ে ছিল সমগ্র সুন্দরবন। এমনকি আয়লাতে সুন্দরবনের ৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধের মধ্যে ৭৭৮ কিলোমিটার নদীবাঁধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ছিল। তবে বর্তমানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল সুন্দরবন। আর সেই সময় আবহাওয়া দফতরের সূত্রে খবর আগামী ২২ মে উত্তর আন্দামান সাগর ও পূর্ব বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হবে। যা থেকেই তৈরি হতে পারে সাইক্লোন। ঝড়ের অভিমুখ হতে পারে বাংলার দিকে। আর এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম 'যশ'। প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'যশ' এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কে প্রহর গুণতে শুরু করেছে ক্যানিং মহকুমা সহ সমগ্র সুন্দরবনবাসী। তবে ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যানিং-১ বিডিও শুভঙ্কর দাস, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশ রাম দাস, ক্যানিং থানার আইসি আতিবুর রহমান, জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, তপন সাহা, মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস, ইটখোলা ও দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত উপপ্রধান খতিব সরদার, মুকেশ মন্ডল সহ এলাকার সমস্ত পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হয় ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা ও মোকাবিলার জন্য। বৈঠকে ঘূর্ণিঝড় 'যশ' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে মাইকিংয়ের মাধ্যমে সর্তক বার্তা প্রচার। পাশাপাশি নদীতে বা সাগরে কেউ যাতে না যায় এবং যারা মাছ ধরতে গিয়েছে তারা যেন ফিরে আসে, সে বিষয়েও সতর্ক বার্তা দেওয়া হচ্ছে।এছাড়া ও যে সমস্ত মানুষজন নদীর পাড়ে বসবাস তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সুন্দরবনের ক্যানিং-১ ও ২, বাসন্তী, গোসাবা সহ বিভিন্ন ব্লক গুলিতে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে ঘূর্ণিঝড় যশ বিষয়ে সতর্ক করা বিষয়ে। কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে বিধায়ক, কোষ্টাল পুলিশ সহ বিভিন্ন দফতরের সরকারি কর্মীরা।

ষ্টাফ স্পেশালে চিরুনী তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলছে করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবল ঢেউ। প্রতিনিয়ত আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলছে। করোনাকে প্রতিহত করতে রাজ্য সরকার আবার ও লকডাউন জারী করেছে। লকডাউনের জেরে গত ৬ মে থেকে সমস্ত লোকাল ট্রেন বন্ধ রয়েছে। যদিও রেল দফতর লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখলেও ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেন চালু রেখেছে, রেলপুলিশ ও রেল কর্মীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য। ষ্টাফ স্পেশালে রেলের কর্মচারী ছাড়া অন্য কেউ উঠতে পারছিলেন না। আর লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যা পড়েছিলেন করোনা যোদ্ধা অসংখ্য স্বাস্থ্য কর্মীরা। তাঁদের যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল। এমত অবস্থায় স্বাস্থ্য কর্মীরা যাতে করে ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেনে চড়ে যাতায়াত করতে পারেন,তারজন্য রাজ্য সরকার পূর্বরেল কে অনুরোধ জানিয়েছিল। সেই অনুরোধ কে মান্যতা দিয়ে পূর্বরেল স্বাস্থ্যকর্মীদের যাতায়াতের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছিল ১০ মে। সেই ছাড়পত্র অনুযায়ী ১২ কামরার ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেনের মাঝখানের চারটি কামরা বরাদ্দ করে পূর্বরেল। ১১ মে থেকে ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেনে দিব্যি যাতায়াত করছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী সহ রেলের কর্মচারীরা।

অভিযোগ দু-চার দিন পর থেকেই রেল পুলিশের নজর এড়িয়ে অবৈধ্য যাত্রীরা ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেনে চড়ে যাতায়াত করছিল। এমন খবর রেলপুলিশের কাছে আসছিল প্রতিনিয়ত। পাশাপাশি ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেনে অবৈধ যাত্রীদের আনাগোনায় শঙ্কা বাড়িয়েছিল স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে। ঘটনার ভয়াবহতা বুঝেই রেলরক্ষী বাহিনী কোমর বেঁধে মাঠে নামেন। অবৈধ যাত্রীদের ঠেকাতে প্রতিটি

ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেনে শুরু করে চিরুনী তল্লাশি অভিযান। স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিচয়পত্র দেখেই তবেই ষ্টেশনে কিংবা ট্রেনে চড়ার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়। রেলরক্ষী বাহিনীর এমন কড়াকড়িতে খুশি স্বাস্থ্যকর্মীরা।

ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেনে যাতায়াতকারী স্বাস্থ্য কর্মীরা জানিয়েছেন রেলরক্ষী বাহিনীর কড়াকড়িতে সাধারণ মানুষ ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেনে উঠতে না পারায় আতঙ্ক কমেছে। রেলরক্ষী বাহিনী প্রতিনিয়ত চিরুনী তল্লাশি অভিযান জারী রাখায় আমাদের যাতায়াত আরো সুগম হবে।

শাসকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং – তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণপাড়া গড়খালি এলাকা। গোষ্ঠী সংঘর্ষে সিন্টু মন্ডল নামে এক আদি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে অভিযোগ।আহতের দাবী তিনি গুলির আঘাতে জখম হয়েছেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন সকালে আচমকা তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে যাতায়াতের একটি রাস্তা নিয়ে। অভিযোগ সেই সময় উভয়পক্ষ বোমাবাজি করে এবং গুলি চালায়। ঘটনার সময় বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন সিন্টু মন্ডল নামে ওই যুবক। গোলাগুলির সময় তার মাথার পিছনে গুলির ছিটে লাগে বলে দাবী। আর গুলির ছিটে লাগায় গুরুতর জখম হয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয়রাই গুরুতর জখম অবস্থায় ওই আদি তৃণমূল কর্মী সমর্থক কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই তৃণমূল কর্মী। অন্যদিকে আবার এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার বিজেপি সভাপতি সুনীপ দাসের দাবী ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়খালি গ্রামে বিজেপি কর্মীদের উপর দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যাচার চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দা গঙ্গারাম নস্কর ও রূপচাঁদ সরদার নামে দুজন বাগানে যাচ্ছিলেন কাজ করতে। সেই সময় তৃণমূলের যুবনেতা রহমান মোল্লা, ভূতনাথ নস্কর, পরীক্ষিত নস্কর, নীলো নস্কর, ফড়ে নস্কর, মুস্তাক সহ প্রায় ৩০-৪০ জন তাদের উপর রড নিয়ে হামলা চালায়। সেই সময় গঙ্গারামের বৌমা তার শ্বশুর কে বাঁচাতে দৌড়ে যায়। তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের হাত থেকে জখমদের বাঁচাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন সিন্টু মন্ডল। তাঁর দাবী সিন্টু মন্ডল বিজেপি কর্মী সমর্থক।

যদিও আহত সিন্টু মন্ডলের দাবী তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের মাদার গোষ্ঠীর একজন সক্রিয় কর্মী। তাদের সাথে যুব গোষ্ঠীর বচসা হয়েছিল।

ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান খতিব সরদার বলেন এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানি না। এলাকায় শান্ত রয়েছে। যদি কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে তার জন্য পুলিশ প্রশাসন রয়েছে তাঁরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক পরেশরাম দাস কে ঘটনার বিষয় নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেন নি।

অন্যদিকে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে গড়খালিতে একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। অভিযুক্তরা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

তবে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

দরকারে দুয়ারে রেড ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ মে সকালে সিউড়িতে এক করোনা আক্রান্তের বাড়িতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দিল সিউড়ি রেড ভলেন্টিয়ারের সদস্যরা। সিউড়ি পুরসভার অন্তর্গত একটি বাড়ির তিনজন সদস্য করোনা আক্রান্ত। ১৩ মে সন্ধ্যায় তাঁদের কাছে ওষুধ পৌঁছে দিলো সিউড়ি রেড ভলান্টিয়ারের সদস্যরা। মুহূর্ষ রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন রাত্রে অক্সিজেন পৌঁছে দেয় সিউড়ি রেড ভলান্টিয়ারের সদস্যরা। অক্সিজেন লাগিয়ে দিয়ে আসে রুদ্রদেব বর্মন, স্বস্তিসুন্দর রায়, কিস্মরা! বিহারে থাকে এক ভদ্রমহিলা কিন্তু তার পরিবার থাকে ইলামবাজার এলাকায়! ১৩ মে সন্ধ্যায় তার বয়স্ক বাবা ও মা দুইজনের শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তিনি বিহার থেকে যোগাযোগ করতে থাকেন। সেই সময় দুর্গাপুরে তার পরিচিত একজন রেড ভলেন্টিয়ার্স দুর্গাপুরের নম্বর দিলে তিনি সেখানে ফোন করেন। দুর্গাপুর রেড ভলান্টিয়ার সদস্যরা রেড ভলান্টিয়ার বোলপুর

গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করেন অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য । রেড ভলেন্টিয়ার ইলামবাজারের সদস্যরা ইলামবাজার থেকে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে বোলপুরের সহায়তায় অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করে সেই সিলিন্ডার প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূর রাত নটার সময় রোগীর বাড়িতে পৌঁছে দেয়। টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার ফিট করে দেয়। রোগীরা দুজনই এখন সুস্থ আছেন। এসএফআই রাজ্য সহ সভাপতি রুদ্রদেব বর্মন বলেন, সিউড়ি রেড ভলেন্টিয়ারের সদস্যরা মূলত সিউড়ি পুরসভা এবং সংলগ্ন গ্রামগুলিতে এই পরিষেবা দিচ্ছে। সিউড়ি রেড ভলেন্টিয়ার দলে ৩৫ থেকে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী আছে। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি ছাড়াও মহকুমা শহর রামপুরহাট ও বোলপুরে করোনা আক্রান্ত পরিবারগুলিকে পরিষেবা দিচ্ছে রেড ভলেন্টিয়ারের সদস্যরা।

হাওড়ায় করোনা এখন অশ্রুধারায়

সঞ্জয় চক্রবর্তী : সারা বিশ্বের মানুষ আজ করোনা মহামারিতে আতঙ্কিত। আমাদের দেশও এই মহামারির শিকার। সকলেই মৃত্যুর ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। ছোট থেকে বড় সকলের মনে আতঙ্কের ছাপ। কী হয় কী হয় সর্বদা চিন্তায় ঘুম ছুটেছে। হাওড়াই বাদ যায় কেনো। সর্বদাই দুশ্চিন্তায় রাত কাটছে হাওড়াবাসীর। দিন দিন বেড়েই চলেছে এই মহামারি। সরকারি নির্দেশিকা কেউ মানছে কেউ আবার আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে দিব্বি চলে যাচ্ছে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। দুরত্ব বিধি তো দূরঅস্ত কারো কারো মুখে মাস্কও নেই। তাই যা হবার মৃত্যু মিছিল। কড়া লকডাউনে অবশ্য কিছুটা বিধি নিষেধ মানলেও পুরোপুরি মানছে ক'জন। লকডাউন যে দিন সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয় তার আগের দিন মদের দোকানের সামনে ছিল সুরা প্রেমীদের লম্বা লাইন। যার যতটা প্রয়োজন তারও অধিক সংগ্রহ করার জন্য ছিল লম্বা লাইনে দীর্ঘ অপেক্ষা। আর লকডাউনের দিন গুলো তার আনন্দ উপভোগ করা। তাই মাঠে, নির্জন রাস্তায়, বাড়ির ছাদে নিয়ম করে সুরা পানের আসর। থাকছে না বিধি নিষেধ। দুরত্বও নয় আর মুখে মাস্ক তো নেই। তাই এক শ্রেনী মদ প্রেমীরা নিজের অজান্তেই করোনা মহামারির শিকার তো হচ্ছেনই সাথে সাথেই নিজেদের পরিবার পরিজনদেরও এর শিকার হচ্ছে। সরকারি সাবধান বাণী এক শ্রেণীর মানুষ মানছে না। ফলে দিন দিন হাওড়াবাসী আক্রান্ত হচ্ছে। বাজার, দোকান, কবেই শিকেয় উঠেছে দুরত্ব বিধির। উৎসবমুখী এক শ্রেণীর বাঙালি এই মহামারিতেও উৎসবে ব্যবস্থা আর এক শ্রেণীর মানুষ কাজ হারিয়ে এক মুঠো ভাতের জন্য হাহাকার করছে। সারা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশের মানুষ এই মহামারির সাথে লড়াই করছে। চারিদিকেই মৃত্যু মিছিল। হাওড়ার অলিতে গলিতে গলিতেও মৃত্যুর হাত ছানি। জমাট অন্ধকার ভেদ করে শুধুই কান্না। তবুও কিছু অবুঝ মানুষ আর কবে বুঝতে পারবে কে জানে। এই লকডাউনে বাজার ও দোকান করার সিমিত সময়েও করোনা মহামারি কথা ভুলে গিয়ে কিছু কিছু বাজারে দেখা যাচ্ছে ভীড় করে বাজার করতে। কিছু মানুষের আবার এই সময়ে বাজার দোকান করার নেশায় পেয়েছে। সব মিলিয়ে হাওড়াকে করোনা মহামারি চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। কখন যে কার মৃত্যু হবে কে জানে।

প্রত্যয়ের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরম পড়তেই শুরু হয়ে গেছে রক্তের সংকট। এ বছর বিধানসভা ভোট ও তাঁর পরে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি ও লকডাউন শুরু হয়ে পড়ায় রক্তদান শিবির সে ভাবে হবে না। ফলে সংকট আর ও ভয়াবহ হবে। আর তাই জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা ও প্রত্যয়ের আয়োজনে মুমূর্ষ রোগীদের জীবন বাঁচাতে রবিবার বেলায় জয়নগর ইন্সটিডিউশন ফর গার্লস হাইস্কুলে এক রক্তদান শিবির হয়ে গেল। এদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর উত্তর ও কুলতলি চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষেন্দু ঘোষ, জয়নগর মজিলপুর পুরসভার পুর প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল, জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা সহ আরো অনেকে। সামাজিক দূরত্ব মেনে মাস্ক পড়ে এদিন ৭০ জন রক্তদান করেন। পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার জয়নগর থানার এই মহৎ কাজ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

কলকাতার প্রস্তুতি

প্রথম পাতার পর

ডামপার – পে লোডার – ক্রেন সমস্ত ধরনের ইকুইপমেন্ট মেশিনারিগুলি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ইলেক্ট্রিসিটি যাতে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ না থাকে সে বিষয়ে সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে সজাগ ও যশ প্রতিরোধে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। পানীয় জল যাতে অব্যাহত থাকে, সেজন্য ছোটো ছোটো জেনারেটর রাখা হচ্ছে। বৃষ্টির জল যাতে দীর্ঘক্ষণ আটকে না থাকে এজন্য নিকাশি দফতরের কর্মীরা সর্বক্ষণ বিভিন্ন রাস্তায় থাকবেন। একটি ডিজাস্টার প্রতিরোধে যা যা করণীয় তার সবটাই প্রস্তুত রাখা হয়েছে। মধ্য ও উত্তর কলকাতার বিপজ্জনক থেকে অতি বিপজ্জনক বাড়িগুলির বাসিন্দাদের কাছে পুরসংস্থার তরফ থেকে আবেদন করা হয়েছে কাছাকাছি স্কুল বাড়ি বা কমিউনিটি হলগুলিতে সাময়িক ভাবে চলে যাওয়ার জন্য। রাস্তায় ঝুলে থাকা তারগুলির বিষয়ে সতর্ক হতে কেবল অপারেটরদের বলা হয়েছে। এছাড়াও কলকাতাবাসীর পাশে দাঁড়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মীর ব্যবস্থা রয়েছে।দেবাশিস বাবু আরও জানালেন, গত ঝড়ের কলকাতার গাছ পড়ে যাওয়ার চরিত্র বদলাতে ইতিমধ্যেই শহরের বড় বড় গাছের ডালপালা ছাঁটার কাজ শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে শহরের পয়ঃপ্রণালীগুলি পরিষ্কার রাখার কাজও।

জেলার প্রস্তুতি

প্রথম পাতার পর

তবে রাজ্য সরকার এখন থেকেই কোমর বেঁধে নেমেছে। আলিপুরে ২৪ ঘন্টার জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। নদী উপকূলবর্তী ব্লকগুলোতে ঝড়ের আগাম সচেতনতার জন্য মাইকিং হচ্ছে। নদীবাঁধের সংস্কার হচ্ছে। সেই সঙ্গে ফ্লাড সেন্টারগুলোতে মানুষদের সরিয়ে আনার জন্য তৎপর প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নবান্নে 'যশ' মোকাবিলার জন্য উচ্চ পর্যায়ের সভা করেছেন। কোভিড স্বাস্থ্য বিধি মেনে উদ্ধারকার্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্লকে ব্লকে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। জেলার অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন ব্লকে পাঠানো হচ্ছে। জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরও তদারকি শুরু করেছে। যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছেন তাদের দ্রুত ফিরে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২২ মে-র পর ২৬ মে পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরতে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন রাজ্য সরকার। আশংকা করা হচ্ছে যদি ঘূর্ণিঝড় 'যশ' সত্যিই ঘনীভূত হয় তাহলে তা ২৫ কিংবা ২৬ মে আছড়ে পড়তে পারে।